অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখ ঃ ০১-০২-২০২২ (পৃঃ ০৬)

জলবায়ু পরিবর্তনে বছরে ৪০ লাখ হেক্টর জমি খরার কবলে

■ সমকাল প্রতিবেদক

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ লাখ হেক্টর জমির ফসল খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আকস্মিক বন্যায় নষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির পাকা ধান। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে কৃষকদের আগাম সতর্ক করা গেলে ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ব্রি'র গবেষণা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার ব্রি আয়োজিত 'ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেমস' শীর্ষক ওয়েবিনারে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

ব্রি'র কৃষি আবহাওয়া এবং ক্রপ মডেলিং ল্যাবরেটরির সমন্বয়ক নিয়াজ মো. ফারহাত রহমান প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়েছে, ধানগাছের কচি থোড় থেকে ফুল ফোটার সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি হলে ধান চিটা হয়ে যায়। অতিরিক্ত তাপ ও আর্দ্রতার কারণে গাছের ছত্রাক রোগ বাড়ে। পোকামাকড়ও বেড়ে যায়। কম বৃষ্টিপাতের কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ দিন দিনই বাড়ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে কৃষি পরামর্শ সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শস্যের ফলন ৭ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ শতাংশ কমিয়ে কৃষকের আয় ৩১ থেকে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মাত্র ৫ শতাংশ ধানচাষি আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি পরামর্শ সেবা নিচ্ছেন জানিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সবাই এ পূর্বাভাস পেলে ফলন ৭ শতাংশ বাড়বে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ধান উৎপাদন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে কাজে লাগানো হলে এক টাকা বিনিয়োগে ৫১ থেকে ৭৩ টাকা আয় করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলা রঞ্জন দাস বলেন, জাতীয় কৃষিনীতিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।

ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ধানের ৬০ ভাগ ফলন নির্ভর করে সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর। ব্রি এগ্রোমেট ল্যাবের তৈরি ধান চাষাবাদ এবং আবহাওয়াবিষয়ক পূর্বাভাস ও পরামর্শ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

the dailyobserver We stand for people's rights

Date: 01-02-2022 (Page : 01,02)

Climate change takes toll of crops

30-40 lakh hectares of land is affected by drought every year: BRRI research reveals

Staff Correspondent

At least 30-40 lakh hectares of land is being affected by drought every year due to impact of climate change and also thousands of acres of crop land also are washed away by the sudden floods, reveals a new research report.

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has conducted the research. The report suggested that such damage could be prevented if early warning system could be provided in the case of floods that washed away thousands acres of crop land every year.

This fact came at a webinar discussion titled 'Integrated Rice Advisory System' organized by BRRI

SEE PAGE 2 COL 1

Climate change takes toll

FROM PAGE 1

on Monday.

The study report reveals few concerning issues that is happening due to erratic pattern of weather linked with climate change such as if temperature increased by 35 degrees or more then rice becomes burnt out (Chita), excessive heat and humidity lead to fungal diseases of the plant, increasing the number of insects, extreme salinity in the coastal area due to decreasing the percentage of rainfall.

Md Farhat Rahman, Coordinator of Agriculture Weather and Crop Modeling of BRRI, who presented the keynote paper, said that the crops production could be increased by 7 to 10 percent if farmers follow the weather forecast.

Besides, farmers' income could be increased by 31 to 36 percent by reducing the production by 15 percent.

He also noted that at present only five per cent of farmers receives agriculture services by following advanced weather forecast.

Referring to this system, he mentioned that the crop production could be increased by at least seven per cent if all the farmers come under this facilities which adds 0.17 million tonnes of crops (Paddy), in national food basket.

The keynote paper also suggests farmers' income could be increased from Tk 51 to Tk 73 if they invest Tk 1 in the Weather Forecast system properly to produce paddy.

Other speakers in the webinar also said that this advanced Weather Forecast could play an important role in ensuring sustainable development by bringing all the farmers in the advanced weather warning fold.

Dr Md Shajahan Kabir, Director General of BRRI, said that the 60 percent of paddy production depends on the proper management.

প্রথম আলো

তারিখ ঃ ০১-০২-২০২২ (পৃঃ ০৬)

গাজীপুর

জুম প্ল্যাটফর্মে কর্মশালা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত 'ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজারি সিস্টেমস' শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কৃষকদের ফলনের ক্ষতি প্রশমন করবে। পূর্বাভাসের মাধ্যমে দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারলে কৃষকদের ক্ষতি কমিয়ে রাখা সম্ভব হবে। গতকাল সোমবার ব্রির অ্যাগ্রোমেট এবং ক্রপ মডেলিং ল্যাবের উদ্যোগে জুম প্ল্যাটফর্মে কর্মশালায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলা রঞ্জন দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে জুমে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আজিজুর রহমান, ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) আবু বকর ছিদ্দিক ও মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ০১-০২-২০২২ (পৃঃ ০৯)

ধান উৎপাদন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আয়োজিত 'ইন্টিগ্রেটেড রাইস এডভাইজরি সিস্টেমস' শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কৃষকদের ফলনের ক্ষতি প্রশমন করবে। পূর্বাভাসের মাধ্যমে দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারলে কৃষকদের ক্ষতি কমিয়ে টেকসই উৎপাদন বজায় রাখা সম্ভব হবে। সোমবার ব্রির এগ্রোমেট এবং ক্রপ মডেলিং ল্যাবের উদ্যোগে জুম প্ল্যাটফরমে কর্মশালায় বক্তরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব কমলা রঞ্জন দাস। —গাজীপুর প্রতিনিধি